গাংনীতে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা যুবলীগ

মানবতার সহায়তা নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন খাদ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে ছুটে যান জেলা গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের এক অসহায় প্রতিবন্ধীর বাড়ি। ঐ বাড়িতে ৪ কন্যা রয়েছে সকলেই প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয় তাদের অসহায়ত্বের কথা।

খবরটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় যুবলীগকে নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন শনিবার দুপুরে খাদ্য সহয়তা নিয়ে পৌছে যান সেই অসহায়ের মানুষের পাশে।
“গাংনীর প্রতিবন্ধী চার কন্যা নিয়ে অসহায় মা। আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নত সঙ্গী” শীরোনামে একটি খবর মেহেরপুর প্রতিদিন ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মূলোত এই খবরটি সককেলর দৃষ্টি গোচর হয় বলে জানান জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অসহায় পরিবারটিকে ৫০ কেজি চাউল, ৫ কেজি করে ডাউল, আলু, পেয়াজ, সয়াবিন তেল, মুরগীর মাংস ছাড়াও সেমাই, সুজি চিনি ছাড়াও নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এই পরিবারের জন্য আপাতত এক মাসের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো যাতে এই করোনা পরিস্থিতিতে তাকে না খেয়ে থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন এটা আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ। করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ যেন কোন ভাবেই না খেয়ে না থাকে।

তিনি ঐ পরিবারকে সুন্দরভাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য একটি বাসযোগ্য বাড়ি করে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

করোনা পরিস্থিতিতে মেহেরপুর জেল থেকে মুক্তি পেলেন ১০ কয়েদি

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মেহেরপুরের ১০ জন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে আজ শনিবার ৫ জনকে মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৫ জনের জরিমানা থাকায় জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার শরিফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ১মাস থেকে ১ বছর মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্যে থেকে যাদের আচরণ ভাল ছিল এমন দশ জনের একটি তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। সে মোতাবেক তাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলা সুপার এ এস এম কামরুল হুদা স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। মুক্তি প্রাপ্ত ১০ জনই মাদক মামলার আসামী।

যে সব আসামীদের মুক্তি দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ তারা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানার শিশিরপাড়ার মৃত মোজাম এর ছেলে তোতা (৩৮)। গাঁজা নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ১ মাস ১৯ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নাম্বার-৬৯৭৫, জিআর মামলা নং-৩০৬/১৪।

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাঁদপুর গ্রামের আবু জাফরের ছেলে মিজানুর রহমান(৩৪)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নাম্বার- ৬৯৯৮, মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাদপুর গ্রামের মৃত আকালী মন্ডলের ছেলে পলান(৩৬)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৭ মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের এর ছেলে লাভলু হোসেন। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৫ মোবইল কোর্ট মামলা নং ১৪/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার সাহেবনগর গ্রামের মৃত বদর উদ্দিন শেখ এর ছেলে মোয়াজ্জেল শেখ। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ২৮ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৬ মোবাইল কোর্ট নং- ১৩/২০২০।

জরিমানা পরিশোধের পর যে ৫ জন আসামীকে মুক্ত করা হবে তারা হলেন,

মেহেরপুর মুজিবনগর থানার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত আদম মন্ডলের ছেলে মনোয়ার হোসেন মন্টু(৫৫)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৭০০০ মোবাইল কোর্ট নং- ৮১/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার মোনাখালী গ্রামের বাশার আলীর ছেলে শাহিন(২৪)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৯৯, মোবাইল কোর্ট নং- ৮০/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বল্লবপুর গ্রামের সত্যেন মন্ডল এর ছেলে মংলা মন্ডল(৫০)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৭১, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০২/২০২০ মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বাগোয়ান গ্রামের মৃত পঞ্জত আলী শেখ এর ছেলে রহিম শেখ (৫৫)।

গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১২ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫’শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৮২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০৮/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার কাজিপুর খন্দকার পাড়ার সামসুল হকের ছেলে

আনিসুল রহমান টগলু (৩৫)। মাদক সেবন প্রয়োগ এর দায়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৯২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ১৩/২০২০।

সুখবর দিল চীন, করোনা ভ্যাকসিন পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য

করোনাভাইরাস মহামারীর থাবায় বিশ্ব আজ জবুথুবু হয়ে পড়েছে। একের পর এক দেশে চলছে লকডাউন, স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা। ঠিক এসম সময়ে সুখবর দিল চীন। সম্প্রতি বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন (প্রতিষেধক) প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন চীনা গবেষকরা। খবর ডিএনএ ইন্ডিয়ার।

তারা বলছেন, বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন। ভ্যাকসিনটির নাম পিকোভ্যাক। বেইজিংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক বায়োটেক এ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রচলিত ভাইরাসপ্রতিরোধী প্রক্রিয়াই অনুসরণ করেই ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে। কোনো প্রাণীর শরীরে এটি প্রয়োগ করলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা ভাইরাস ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

মার্চ মাসের শুরুতে রিসাস ম্যাকাকিউস প্রজাতির একদল বানরের শরীরে নতুন উদ্ভাবিত পিকোভ্যাক ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করেন চীনা গবেষকরা। এর তিন সপ্তাহ পরে বানরগুলোকে করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে নেয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে দেখা যায়, যেসব বানরের শরীরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল তারা করোনায় সংক্রমিত হয়নি।
আর যেসব বানরকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়নি তাদের ফুসফুসে করোনাভাইরাসে উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটির শরীরে নিউমোনিয়ার উপসর্গও দেখা দেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে এ গবেষণার ফলাফল লাভের পর মানবদেহেও পিকোভ্যাকের ট্রায়াল শুরু করে বিজ্ঞানীরা।

উল্লেখ্য, মহামারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এর ভ্যাকসিন তৈরিতে গবেষণাগারে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ভ্যাকসিনটির দ্রুত আবিষ্কারে ঝুঁকি নিয়েই সরাসরি মানবদের এর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরোলজিস্টরা। সেসব পরীক্ষায় এখনও শতভাগ সাফল্য না আসলেও ভিন্ন এক সফলতার কথা জানাল চীনের বিজ্ঞানীরা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুমিল্লায় একই পরিবারের ৭ জনসহ করোনায় আক্রান্ত ১৬

কুমিল্লার মুরাদনগরে একই পরিবারের সাত জনসহ ১৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্য উপজেলার মধ্যে নগরীতে দুই জন,লালমাইতে দুই জন, দেবিদ্বার চার জন ও চৌদ্দগ্রামে এক জন। একই পরিবারের সবাই মুরাদনগর উপজেলার নবীপুর পূর্ব ইউনিয়নের বাখরনগর ৮ নং ওয়ানডের বাসিন্দা। তাদের বয়স যথাক্রমে ৫,৮,১০,১৩,১৬। দুই জন প্রাপ্ত বয়স্কের এক জনের বয়স ৬৫ এবং অন্যজনের ৫৫ বছর।

শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। সূত্রে জানা যায়, মুরাদনগর উপজেলার বাখরনগর গ্রামের দুই ব্যক্তি সম্প্রতি ঢাকা থেকে বাড়িতে আসেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে। তাদের রিপোর্ট পজেটিভ আসে। পরে ওই পরিবারের সাত জনেরও রিপোর্টও শনিবার পজেটিভ আসে।

মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ নাজমুল আলম বলেন, ওই বাড়ির মোট ১১ জন সদস্যের মধ্যে নয় জনই আক্রান্ত। তাদের আইসোলেশন নিশ্চিত করে পাশের সবকয়টি বাড়ি ও বাখরনগর-মোচাগড়া রাস্তা লকডাউন করা হয়।

উল্লেখ্য, জেলার ৩ হাজার এক জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রিপোর্ট এসেছে ২ হাজার ৭৮৯ জনের। আক্রান্ত হয়েছে ১৫০ জন। ২৪ ঘণ্টায় দুই জনসহ সুস্থ হয়েছেন ২৯ জন। ২৪ ঘণ্টায় এক জনসহ মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা কেড়ে নিল আরও ৮ প্রাণ, নতুন শনাক্ত ৬৩৬

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১৪ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৬ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ১৩ হাজার ৭৭০ জন।

এছাড়া নতুন করে ৩১৩ জনসহ মোট ২ হাজার ৪১৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আহ্বানে করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে জেলা

বিএনপি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, কলাইডাঙ্গা, মোমিনপুর, বর্শিবাড়িয়া, পাঠকেলপোতা ও হাসনাবাদ গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে নারায়নগঞ্জ ফেরত ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আ শনিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার জগদেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকা সম্প্রতি নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মোট ৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

এর মধ্যে আজ শনিবার সকালে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের জগদেশপুর গ্রামের ৫০ ও ১৮ বছর বয়স্ক দুইজন পুরুষের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডাঃ রশিদ জানান, বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা জগদেশপুর গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। সেই সাথে নেগেটিভ রিপোর্ট আসা ব্যক্তিদেরকে আক্রান্তদের থেকে সরিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। এপর্যন্ত উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২ জন চিকিৎসক ও ১ নার্স সহ ৮ জন করোনায় আক্রান্ত

হলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ৫০০ কর্মহীনকে খাদ্য সহায়তা দিলো বুরো বাংলাদেশ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশ। সদর উপজেলার ৫০০ কর্মহীন পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শনিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও পুরাতন স্টেডিয়ামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাদিকুর রহমান এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাসুদ উজ্জামান এবং বুরো বাংলাদেশের পক্ষে কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন মিঞা, দৌলতপুর এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক সুলতান আহম্মদ, কুমারখালী এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক মো. আক্তারুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সনাতন কুন্ডু,

আলমডাঙ্গা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সমীর কুমার ঘোষ, মিহির কুমার সরকার, মো. শাহজাহার আলী, গোকুল কুমার সরকার, শাখা হিসাবরক্ষক মো. ইসমাইল হোসেন, মো. নূর হোসেন, উর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক রনজিত চক্রবর্তী, ছবির উদ্দিন, মো. বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

চাল, ডাল, তেল, আলু, লবণ, সাবান, মাস্কসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পেয়ে হতদরিদ্র মানুষেরা খুশি হয়েছেন বলে জানান সহায়তাপ্রাপ্তরা।

কার্পাসডাঙ্গা কলোনীপাড়ায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের কলোনীপাড়ায় সহিদুলের বাড়ি থেকে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে হুদাপাড়া গ্রামের ইসলামের ছেলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে শুকুর আলীর ২ টা স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী প্রবাসে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে সে কয়েকমাস পূর্বে সহিদুলের বাড়িতে থাকতো। পরে সে আবার হুদাপাড়ায় চলে যায়। সহিদুল মারা যাওয়ায় এ বাড়িতে কেউ থাকেনা। তার স্ত্রীর পিতার বাড়ি আকন্দবাড়িয়ায় থাকে। গত কয়েকদিন পূর্বে শুকুর আলী তার স্ত্রীর সাথে অশান্তি করে আবারো সহিদুলের বাড়ি থাকতে শুরু করে।

গতকাল শুক্রবার স্থানীয় একজন সহিদুলের বাড়িতে কোন আলো জ্বলছে না দেখে রুমে লাইট মারলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই।

পরে স্থানীয় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় শুকুর আলীর লাশ উদ্ধার করে। সে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা এলাকাবাসীর।

লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট করেন এস আই মেজবাহুর রহমান। লাশের দেহ থেকে দূর্গন্ধ ছড়ানোয় অনেকের ধারনা সে হয়তো গত একদিন পূর্বে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নিত্য সঙ্গী

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবন্ধী ৪ কন্যাকে নিয়ে মানবেতর জীবন পার করছে মা মেহেরনীগার। একদশক আগে স্বামী হারিয়ে ভিক্ষা করে সংসার চালায় মেহেরনীগার। কখনো খেয়ে আবার কখনো না খেয়ে দিন পার করে পরিবারের ৫ সদস্য। বাংলাদেশ সরকার যখন গরীব অসহায় মানুষদের পাশে দাড়িয়েছে। তখনও মেহেরনীগারের ভাগ্যে জোটেনি কোন সহযোগিতা। খোলা আকাশ যার ঘরের ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নৃত্যদিনের সঙ্গী।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপি ৫ নং ওয়ার্ড ভাটাপাড়া গ্রামের ভাঙা মাটির ঘরে ৪ প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে বসবাস করে মেহেরনীগার। ২০১২ সালে মেহেরপুর শহরের ভিক্ষা করতে গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় স্বামী শফিকুল ইসলাম।
রেখে যায় ৪ মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যা সন্তান। প্রথম কন্যা চাঁনতাঁরা খাতুন (১৭) ২য় কন্যা শুকতাঁরা খাতুন (১৪) ৩য় আঁখিতাঁরা খাতুন(১০) ৪র্থ নয়নতাঁরা খাতুন (৬)।

তবে ৪র্থ কন্যা সন্তান কে জালশুকা গ্রামে রফেউদ্দীন লালন পালন করছে ।

মেহেরনীগার বেগম জানান, “কোন আবাদি জমিজমা নেই, দেড় কাটা জমির উপর ক্ষুদ্র মাটির ঘর ছিলো। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেটাও চলে যায়। প্রথম কন্যা চাঁদতাঁরা খাতুনকে সাথে নিয়ে সারা দিন ভিক্ষা করে যা পাই, তাই দিয়ে কোন রকম খেয়ে না খেয়ে দিন পার করি।”

৮নং ধানখোলা ইউপি ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বার হযরত আলী জানান প্রতিবন্ধী কার্ড করা হয়নি তবে আগামীতে করে দেওয়া জন্য চেষ্টা করবো।
ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, “আমি চেষ্টা করছি ২জন প্রতিবন্ধীকে কার্ড করে দেওয়ার জন্য। একটি পরিবারের ৪ জন সদস্য প্রতিবন্ধী এদের জন্য আমি কিছু করতে চাই।”

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন বিষয়টি আমার জানা ছিলো না আমি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো।